জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম দামুড়হুদার রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের দুই শিক্ষার্থী

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত বাংলা ও ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুলের দুই কৃতি শিক্ষার্থী।

উপজেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও সক্ষমতার উজ্জ্বল প্রমাণ। গত বুধবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় উপজেলার মোট ৫৩টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বাংলা ও ইংরেজি রচনা বিভাগে দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী লামিয়া হোসেন লুবনা এবং সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাবিয়া বসরি নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

এই সাফল্যের মাধ্যমে তারা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এর আগেও আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে দেশসেরা বৃত্তি অর্জন করেছে। শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধান, শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলেই আজ এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

এই অর্জনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকার, থানায় অভিযোগ

দর্শনায় পাখি শিকারীর হাতে দুই নারী নিযার্তনের স্বীকারের ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ৩টার দিকে দর্শনা রিফিউজি কলনীর দুই নারী আব্দুস শুকুরের স্ত্রী জাহিদা খাতুন (৪০) ও সমশের আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন (৫৫) পরাণপুর ও রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে যায়। এদিকে আগে থেকে পাখী শিকারী রিফিউজি কলনীর রোজির খাতুনের ছেলে রাজু হোসেন ও সাজু হোসেন ঐ মাঠে আগে থেকে পাখী ধরা ফাঁদ পেতে রাখে।

এসময় জাহিদা খাতুন (৪০) ও নুরজাহান খাতুন (৫৫) রামনগর মাঠে ছাগল চরাতে গিয়ে পাখী ধরা এলাকায় ছাগল নিয়ে গেলে তাদের ছাগল সরাতে বলে। এদিকে জাহিদা খাতুন ও নুরজাহান খাতুন ছাগল সরাতে দেরী করে। এসময় রাজু হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ দুই নারীকে বাঁশের কাবারী দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং জাহিদা খাতুনের গলাই হাঁসুয়া দিয়ে জবাই করতে যায়। এতে জাহিদার গলাই ও কোমরের নীচে ফোলা রক্তজমাট ও ক্ষত হয়। নুরজাহান ছুটে এসে তাকে বাঁচাতে আসলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আহত করে। এতেই রাজু শান্ত না হলে আশেপাশের মাঠের লোকজন এসে জাহিদাকে রক্ষা করে।

এলাকাবাসী জানান, রাজু দীর্ঘদিন সুন্ডো, বেতোগাড়ীর মাঠ, রামনগর মাঠ, মাথাভাঙ্গা গোপাল খালীর মাঠে অতিথি পাখি, ডাউক পাখী, টিয়া পাখী, হাঁসপাখী, পানকৌড়ি, ঘুঘু পাখীসহ নানা ধরনের পাখি শিকার করে বিক্রী করে আসছে। তার একমাত্র কাজই পাখি ধরে বিক্রি করা বলে জানা গেছে।

আইনগত পাখি ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও সে আইনের তোয়াক্কা না করে নির্বিঘ্নে প্রতিনিয়ত পাখী ধরে চলেছে। এদিকে জাহিদা খাতুনের উপর নিযার্তন করার ঘটনায় জাহিদা খাতুন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজু হোসেনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় এসএসসি ৯২ ব্যাচের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শীতপ্রবণ জেলা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এসএসসি ১৯৯২ ব্যাচের উদ্যোগে শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। কনকনে শীতের মধ্যে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় উপজেলার দশমী ঈদগাহ মাঠে এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা শীতপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানকার দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষ শীতকালে সবচেয়ে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হন। এমন বাস্তবতায় এসএসসি ’৯২ ব্যাচের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বন্ধুদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আজও অটুট রয়েছে, তা আমাদের সমাজের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শুধু নিজেদের মধ্যে মিলনমেলায় সীমাবদ্ধ না থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতা।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং নতুন প্রজন্মকে মানবিক কাজে উৎসাহিত করে। ভবিষ্যতেও এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী। এসএসসি ’৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলার সভাপতি নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষে এসআই উত্তম, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, মাহফুজুর রহমান বেল্টু, আব্দুল হালিম ভুট্টু, সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন, তাহাজ উদ্দিন তাজু, আব্দুল মমিন, আলাউল হক, আসাদুর রহমান বাদশা, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি,

আসলাম উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, একরামুল হক লিটন, আব্দুল খালেক, একরামুল হকসহ ব্যাচের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হলে উপকারভোগীরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভা

আলমডাঙ্গায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের পদ্ধতি ও গণভোট বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ এহসানুল হাবিব, বখতিয়ার উদ্দীন, রবিউল ইসলাম, সেলিম রেজা এবং বি এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহজাহান রেজা এর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন এটম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইকবাল উদ্দীন আহম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাফিজ।

সভায় প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং নিয়মিত দাপ্তরিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের নিয়মাবলি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। একই সঙ্গে গণভোট

বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় উপস্থিত প্রধান শিক্ষকরা আলোচ্য বিষয়গুলো মনোযোগসহকারে শোনেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেদের মতামত ও জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন। সমন্বয় সভায় মোট ১৩৯ জন প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় এনজিও ঋণের কিস্তির চাপ সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূর আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন এনজিও ঋণের কিস্তির চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন গৃহবধূ জামেলা খাতুন (৩৫)।

তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁচামারী গ্রামের কলিমউদ্দিনের মেয়ে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ভোরবেলায় বাড়ির পাশের বাগানের একটি গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামেলা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল গাংনী উপজেলার এক গ্রামের বাসিন্দা জমিরউদ্দীনের সঙ্গে। তাদের সংসারে তিনটি সন্তান রয়েছে।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সূত্র জানায়, দরিদ্র জামেলা খাতুন ও তার স্বামী বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে চরম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় তারা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এনজিও কর্মীদের চাপ ও হয়রানির কারণে তারা গাংনী ছেড়ে জামেলার বাবার বাড়ি বাঁচামারী গ্রামে আশ্রয় নেন।

কিন্তু সেখানেও এনজিও কর্মীরা এসে কিস্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করলে ঋণের বিষয়টি বাবা-মা ও গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকাশ পায়। লোকলজ্জা ও

আত্মসম্মানের চাপে ভেঙে পড়ে জামেলা খাতুন। একপর্যায়ে তিনি সোমবার ভোররাতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

এনজিও কর্মীদের চাপ ও মানসিক নির্যাতনের কারণেই এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করছেন এলাকাবাসী। তারা এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এনজিও সংস্থাগুলোর ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ মাটি পরিবহনের দায়ে দুইজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধ উপায়ে মাটি পরিবহন করায় দুইজনকে ৫০ হাজার জরিমানা আদায় করেছে।

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে ট্রাক্টরে মাটি পরিহবহনের অপরাধে দুইজন কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের হোগলাদাড়ী এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কেটে ট্রাক্টরের মাধ্যমে পরিবহনের সময় রাস্তায় মাটি ফেলে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর দায়ে ২ জনকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রোববার দুপুরে জামজামি ইউনিয়নের হোগলাদাড়ী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, হোগলাদাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি পুকুরে খননের আড়ালে একটি অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মাটি কেটে ট্রাক্টরের মাধ্যমে বিক্রি করে আসছিল। মাটি পরিবহনের সময় রাস্তায় মাটি পড়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের চলাচলে মারাত্মক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর উপজেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে ঘটনার সত্যতা পেয়ে রাস্তার ওপর থেকে মাটি বোঝাই দুটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। পরে ট্রাক্টর চালকদের সঙ্গে নিয়ে খননকৃত পুকুরপাড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কাউকে পাওয়া যায়নি।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ৪(খ) ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে ট্রাক্টর চালকদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানাপ্রাপ্তরা হলেন- জামজামি গ্রামের মাসুম মন্ডলের ছেলে মনি ও একই গ্রামের জমির আলীর ছেলে আকাশ।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী বলেন, “অবৈধভাবে মাটি কাটা ও পরিবহন সম্পূর্ণ বেআইনি। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘের উদ্যোগে শীতবস্ত্র উপহার বিতরণ

দামুড়হুদায় ‘ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিধবা, এতিম, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যাক্তা, বৃদ্ধা ও অসহায় দিনমজুর পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলে জানিয়েছেন, সংগঠনটির প্রধান এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনকল্যাণে কাজ করে যাওয়া।

মৃদু শৈত্য প্রবাহে চুয়াডাঙ্গা জেলা তথা দামুড়হুদায় কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জনজীবন। হিমেল বাতাসে জেঁকে বসেছে হার কাপানো শীত। তীব্র শীতের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন দিনমজুর বৃদ্ধা, খেটে খাওয়া ও নিম্নবিত্তের মানুষ। এই তীব্র শীতের কনকনে ঠান্ডায় দুর্ভোগ লাগাবে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও দামুড়হুদা উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও আলাভজনক

স্বেচ্ছাসেবী সেবামূলক সংগঠন ‘ওরা বন্ধুসংঘ’র উদ্যোগে ৪ দিনব্যাপী শীতবস্ত্র উপহার বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে। এই উপলক্ষে গতকাল রবিবার বিকাল ৩ টার সময় দামুড়হুদা ব্রিজরডস্থ লেখাপড়া কোচিং সেন্টারের একাডেমিক ভবনে সংগঠনটির ৪ দিনব্যাপী এ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৬০জন বিধবা, দিনমজুর, অসহায় পরিবারের নারী-পুরুষের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার বিতরণ করা হয়।

ওরা বন্ধু সংঘ’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, এলজিইডি’র দামুড়হুদা উপজেলা কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক হাজী আব্দুল কাদির।

‘ওরা বন্ধু সংঘ’র সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান সজিবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের উপদেষ্টা দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম হোসেন, উপসহকারী প্রকৌশলী আক্তারুল ইসলাম, আক্তার রসুল (পরামর্শক, এলজিইডি), সিনিয়র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হবি, বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ী মাকসুদুর রহমান রতন, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হ্যান্সি এন্টার প্রাইজের স্বত্বাধিকারী জাহিদ হাসান, ডিনার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খায়রুল কবির দিনার। ওরা বন্ধুর সংঘের সদস্য, তিতুয়ার রহমান, সজল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ বলেন, শীত মৌসুমে অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক দায়িত্বও কর্তব্য। এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রম সমাজে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।ভবিষ্যতেও ওরা বন্ধু সংঘ এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। এ সময় উপস্থিত সকলে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্যে হাজী আব্দুল কাদির বলেন, ওরাবন্ধু সংঘ” দামুড়হুদায় ২০০৩ সালের ১২ই মার্চ যাত্রা শুরু করেন।প্রথম থেকে বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পরবর্তীতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়,

খেলাধুলার সাথে সাথে সমাজের মানুষের নানা উন্নয়নে কাজ করতো। মূলত সে থেকেই সমাজের অসহায় বিধবা প্রতিবন্ধী, দিনমজুর ভ্যানচালক সহ নিম্নবিত্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। সংগঠনের মানবিক বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য দামুড়হুদায় একটি বিশ্বস্ত ও পরিচিতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। কাজেই মানব সেবা কে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কার্যক্রম আরো জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। শীতবস্ত্র পেয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনমজুর আব্দুস সামাদ, মোতালেব, রজব আলী বলেন, এই সংগঠনের মাধ্যমে আমি সহ আমার মত অনেকেই বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেয়ে আসছেন। এই তীব্র শীতে একটি কম্বল পেয়ে আমার পরিবারের খুব উপকার হলো।

সাংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: মোরশেদ বিন ফয়সাল (তানজির) বলেন, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি বছরে শীত বস্ত্র বিতরণের সাথে সাথে আমাদের সমাজের এতিময় বিধবা দিনমজুর প্রতিবন্ধী সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঈদ পার্বনে ঈদ সামগ্রীর বিতরন কর্মসূচি পালন করা হয়। আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, আর গুটি কয়েক মানবিক মানুষের সহযোগিতায় সেবামূলক কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি ইনশাল্লাহ। সংগঠন সহ আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের মানব কল্যাণে যে সকল ভাই বন্ধুরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন উৎসাহ প্রেরণা যুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি প্রত্যেকের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া ও সুস্থতা কামনা করছি।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতা করেন, ওরা বন্ধু সংঘ’র সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তার অভিযানে ভাই ভাই ফুসকা হাউজকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে একটি খাবার প্রতিষ্ঠানকে

৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গ্তকাল রোববার দুপুর বারোটায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার কবরী রোডে অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ফুচকা হাউজে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, আগে সতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠানটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করছিল। অভিযানের সময় ফুচকার জন্য পচা আলু, মেয়াদোত্তীর্ণ দই ও অন্যান্য পণ্য ব্যবহার, আগের দিনের বাসি চিকেন ও বিভিন্ন খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ করে পুনরায় তেলে গরম করে বিক্রি, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ওহিদুল ইসলামকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে পচা আলু ও বাসি খাবার জব্দ করে ধ্বংস করা হয় এবং আগামী তিন দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।”

অভিযানে সহযোগিতা করেন, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল।

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া মহিলা দলের উদ্যোগে দোয়া অনুষ্ঠান

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন মহিলা দলের উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা দলের আয়োজনে বাদ জোহর এ দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন মহিলা দলের সভাপতি মাহফুজা ইয়াসমিন জলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু। এ সময় তিনি বলেন, “মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন দল ও দেশের একজন নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ সংগঠক। দল ও দেশের মানুষের জন্য তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাজিবুল হক রাজনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মজিরুল ইসলাম বিজু ও বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান রিমন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সাগরী খাতুন, সহ-সভাপতি শাহারবানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেক্সনা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক তহমিনা খাতুন, উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি সবেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন, বিএনপি নেতা হামিদুল ইসলাম, বকুল হোসেন, আকাইলি, সাগর বিশ্বাস, ছানোয়ার, ইনামুল হক, উপজেলা যুবদলের সদস্য সেলিম রেজা, আবুজার, ইউনিয়ন যুবদল নেতা মজিবুল ইসলাম, শামীম রেজা, মুকুল উজ্জামান মিলন, রাজাবুল ইসলাম, খোকন, সাবানসহ মহিলা দল, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মিলাদ মাহফিল ও দোয়া পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ওলামা দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আবু মুছা।

আলমডাঙ্গায় বাড়ছে শিশুদের ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা

আলমডাঙ্গায় শীত মৌসুমে শিশুদের ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে এতে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য প্রশাসন।

রবিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সকাল থেকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মোট ১১ জন শিশু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে।

কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা গেছে, শীতকালে শিশুদের পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া সাধারণত রোটা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। এ সময় সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার বলেন, “ডায়রিয়া প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বিশুদ্ধ পানি ও নিরাপদ খাবার গ্রহণ এবং রোটা ভাইরাসের টিকা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘন ঘন খাবার স্যালাইন, ভাতের মাড়, ডাবের পানি, টক দই দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জিংক সেবন করাতে হবে এবং পানিশূন্যতা এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে।”

তিনি আরও জানান, শীতকালে রোটা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়, যা শিশুদের ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে চিকিৎসক নাজমুন নাহার কনা বলেন, “অপরিষ্কার খাবার ও দূষিত পানি বিশেষ করে বাইরের খাবার থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। যদি দিনে তিন বারের বেশি পানির মতো পাতলা পায়খানা হয় এবং এর সঙ্গে বমি, হালকা জ্বর, চোখ বসে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া বা কান্নার সময় চোখে পানি না আসে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, প্রতিবার পায়খানার পর বয়স অনুযায়ী খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। পাশাপাশি ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, ডাবের পানি, টক দই, ঘোল, ফলের রস, লবণ-গুড়ের শরবতসহ তরল খাবার দিতে হবে। শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে জিংক ট্যাবলেট বা সিরাপ সেবন করাতে হবে। পানিশূন্যতা বেশি হলে বা অবস্থা খারাপ হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. তরিকুল ইসলাম বলেন, “চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বিশুদ্ধ পানি পান করা এবং বাইরের খাবার এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি।”